ইউনিট
৭

প্রসাধনী সামগ্রী

ভূমিকা

রূপচর্চা মানুষের একটি নিত্য অভ্যাস। স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য মানুষ যেমন পুষ্টিকর খাবার খেয়ে থাকে, তেমনি দেহত্বকের সুরক্ষার জন্য অতিরিক্ত যত্নের প্রয়োজন। তাই অতি প্রাচীন কাল থেকে মানুষ বিভিন্ন কারণে যেমন- ধর্মীয় কারণ, যুদ্ধ ও উৎসব, অতিরিক্ত ঠান্ডা থেকে দেহত্বক ও মুখমন্ডল রক্ষা এবং দেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে বিভিন্ন পদার্থের প্রলেপ ব্যবহার করতো। দেহত্বকের যত্নের জন্য ব্যবহৃত এ সকল পদার্থের সাধারণ নাম প্রসাধনী। এই ইউনিটে প্রসাধনী সামগ্রীর সংজ্ঞা, প্রয়োজনীয়তা, দেহের বিভিন্ন অঙ্গের জন্য ব্যবহৃত প্রসাধনী সামগ্রীর নাম, উপাদানের পরিমাণ ও তাদের ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ ৭.১

সংজ্ঞা, প্রয়োজনীয়তা, প্রকারভেদ ও ব্যবহার

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- প্রসাধনী সামগ্রীর সংজ্ঞা লিখতে পারবেন;
- এদের প্রকারভেদ উল্লেখ করতে পারবেন;
- প্রসাধনী সামগ্রীর প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিত করতে পারবেন;
- প্রসাধনী সামগ্রীর ব্যবহার বর্ণনা করতে পারবেন।

প্রসাধনী সামগ্রীর সংজ্ঞা

শরীরকে সুস্থ রাখা ও স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য আমরা যেমন বিভিন্ন পুষ্টিকর খাবার খেয়ে থাকি, তেমনি শরীরের বাহ্যিক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য অতিরিক্ত যত্নের প্রয়োজন। বাহ্যিক স্বাস্থ্যের পরিচর্যা অর্থাৎ দেহের বাইরের অংশের বিভিন্ন অঙ্গ যেমন ত্বক, চুল, নখ, মুখ, মুখমন্ডল, চোখ ইত্যাদির পরিচ্ছন্নতা রক্ষা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য যেসব সামগ্রী বা পদার্থ ব্যবহার করা হয় তাকে প্রসাধনী সামগ্রী বা সংক্ষেপে প্রসাধনী বলে। প্রসাধনী হল বিভিন্ন সামগ্রীর প্রলেপ। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের মধ্যে প্রসাধনীর ব্যবহার প্রচলিত। প্রাচীন গ্রীক, মিশর ও ভারত উপমহাদেশে বিভিন্ন প্রাণিজ ও উদ্ভিজ উৎস থেকে প্রসাধনী তৈরি হত।এগুলির মধ্যে রয়েছে হলুদ, বেসন, নিমপাতা, তেলাকুচার পাতা, পাথরকুচির পাতা, মোম, কাজল, মধু, দুধের সর, ডাবের পানি, ডিম, চন্দন, শংখচূর্ণ, শশা, আলু ইত্যাদি।মুলতানি মাটি, সাজিমাটি, হরিতাল ইত্যাদি খনিজ উৎসও ব্যবহৃত হত। আধুনিককালে বিজ্ঞানীরা প্রসাধনী প্রস্তুতের জন্য বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ যেমন এ্যালকোহল, ক্ষার, গ্লিসারিন, ধাতব অক্সাইড, ট্যালক ইত্যাদির ব্যবহার করছেন।

প্রসাধনীর প্রয়োজনীয়তা

- দেহের বিভিন্ন অঙ্গের পরিচর্যা করা ও পরিচ্ছন্ন রাখা।
- বিভিন্ন অঙ্গ বিশেষত মুখাবয়বের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা।
- বাহ্যিক স্বাস্থ্যকে কমনীয় ও আকর্ষণীয় করে তোলা।
- অত্যধিক ঠান্ডা বা গরম থেকে ত্বক ও মুখাবয়বকে রক্ষার জন্য দেহের বিশেষ বিশেষ অংশে প্রসাধনীর প্রলেপ প্রয়োজন।
- ধর্মীয় কারণে কোনো কোনো প্রসাধনীর প্রয়োজন হয়।
- যুদ্ধ ও উৎসবে কিছু কিছু প্রসাধনীর প্রয়োজন হয়।

প্রসাধনীর প্রকারভেদ

দেহের বিভিন্ন অঙ্গের পরিচর্যার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধরনের প্রসাধনী সামগ্রী ব্যবহৃত হয়। ব্যবহারের বিভিন্নতার ভিত্তিতে প্রসাধনী সামগ্রীকে চার শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। যথা-

ত্বকের যত্নের প্রসাধনী : যেমন- ফেস পাউডার, ট্যালকম পাউডার, রুজ, কোল্ড ক্রিম, ভ্যানিশিং ক্রিম, ক্লিনিং মিল্ক, ইমালশান অয়েল, ডিওডরেন্ট, হেয়ার রিমুভার, ফুট পাউডার ইত্যাদি।

চুলের যত্নের প্রসাধনী : যেমন- বিভিন্ন ধরনের কেশ তেল, হেয়ার টনিক, হেয়ার লোশন, সাবান বিহীন শ্যাম্পু, পমেড, জেল ইত্যাদি।
মুখের ও দাঁতের যত্নের প্রসাধনী : টুথ পাউডার, পেস্ট, মাউথ ওয়াস ইত্যাদি।
নখের যত্নের প্রসাধনী : নেইল পালিশ, রিমুভার ইত্যাদি।

ব্যবহারের সুবিধা-অসুবিধা

আপাত দৃষ্টিতে রূপচর্চার তাগিদে প্রসাধনীর প্রয়োজন মনে হলেও দেহের জন্য বিভিন্ন প্রসাধনী সামগ্রীর ব্যবহার যথেষ্ট উপকারী এবং প্রয়োজনীয়। তবে প্রসাধনী ব্যবহারের কিছু অসুবিধাও আছে।

ব্যবহারের সুবিধা

১. পরিমিত প্রসাধনীর ব্যবহার দেহের বিভিন্ন অঙ্গ বা অংশ পরিচ্ছন্ন রাখে।
২. দেহের কোষ, কলাকে রক্ষা ও সমৃদ্ধ করে।
৩. এটি দেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে দেহকে কমনীয় ও আকর্ষণীয় করে তোলে।
৪. প্রসাধনী ব্যবহারে অনেক সময় অবাঞ্ছিত দাগ আড়াল করা যায়।
৫. ত্বককে উজ্জ্বল ও আকর্ষণীয় করা যায়।
৬. চোখে প্রসাধনী ব্যবহারে চোখের সৌন্দর্য বৃদ্ধিসহ আলোর তীব্রতা থেকে চোখকে রক্ষা করা যায়।
৭. ঠোঁটে প্রসাধনী ব্যবহারে সৌন্দর্য বৃদ্ধিসহ ঠোঁটের শুষ্কতা রোধ করা যায়।
৮. ত্বকের প্রসাধনী যেমন পাউডার, আর্দ্রতা ও ঘাম রোধ করে।
৯. চুলের প্রসাধনী চুলের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে, অকালে চুল পাকা বন্ধ করে, চুলের পুষ্টি যোগায়, খুশকি দূর করে।

অতিরিক্ত প্রসাধনী সামগ্রী ব্যবহারের কুফল

১. অতিরিক্ত প্রসাধনী ব্যবহার করলে দেহকোষে প্রদাহসহ বিভিন্ন চর্মরোগ হতে পারে।
২. চামড়া বা ত্বক পুড়ে নষ্ট হয়ে যেতে পারে বা ত্বকে ক্ষত সৃষ্টি হতে পারে।
৩. চুলের প্রসাধনীর অতিরিক্ত ব্যবহারে চুল পড়ে যেতে পারে, মাথার খুলিতে ঘা হতে পারে, এমনকি তাড়াতাড়ি চুল পেকে যেতে পারে।
৪. অতিরিক্ত টুথপেস্ট বা এন্টিসেপটিক ব্যবহারে দাঁতের এনামেল নষ্ট হয়ে যায়, মাড়িতে ক্ষতের সৃষ্টি হয়, অকালে দাঁত পড়ে যেতে পারে।
৫. অনেক সময় প্রসাধনীর উগ্র গন্ধ অন্যের জন্য অসহনীয় হতে পারে। উগ্র গন্ধের প্রসাধনী ব্যবহারকারীদের ঘ্রাণ ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা কমে যায় বা নষ্ট হয়ে যায়।

সারসংক্ষেপ

- প্রসাধনী সামগ্রী শরীরের বাহ্যিক স্বাস্থ্য রক্ষা, পরিচ্ছন্নতা রক্ষা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করা হয়।
- ব্যবহারের বিভিন্নতার ভিত্তিতে প্রসাধনী সামগ্রীকে চার ভাগে ভাগ করা হয়।
- প্রসাধনী সামগ্রী অতিরিক্ত ব্যবহার করলে দেহকোষে প্রদাহসহ বিভিন্ন চর্মরোগ হতে পরে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. নিচের কোনটি প্রসাধনী হিসেবে ব্যবহৃত হয় না?
ক. হলুদ; খ. নিমপাতা; গ. পাথরকুচির পাতা; ঘ. তেঁতুল পাতা;
২. আধুনিক প্রসাধনী প্রস্তুতের জন্য রাসায়নিক পদার্থ নয় কোনটি?
ক. এ্যালকোহল; খ. মধু; গ. ধাতব-অক্সাইড; ঘ. ট্যালক;
৩. ব্যবহারের বিভিন্নতার ভিত্তিতে প্রসাধনী সামগ্রীকে কয়টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে?

ক. ৪টি; খ. ৬টি; গ. ৮টি; ঘ. ১০টি;

৪. অতিরিক্ত প্রসাধনী ব্যবহার করলে কোনটি হয় না?
ক. সৌন্দর্য বৃদ্ধি; খ. চর্মরোগ; গ. চামড়া পুড়ে যাওয়া; ঘ. ত্বকে ক্ষত সৃষ্টি হওয়া;

পাঠ ৭.২

ত্বকের যত্ন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পাউডার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- ক্রিম কি ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ক্রিমের কাঁচামাল প্রস্তুতি, গুণাগুণ ও ব্যবহার বর্ণনা করতে পারবেন।

ত্বক দেহের আবরণ। দেহকে বাইরের পরিবেশ থেকে রক্ষা করা, দেহের অভ্যন্তরের দূষিত বর্জ্য পদার্থ, ঘাম নিষ্কাশন করা ত্বকের কাজ। ত্বকের কমনীয়তা, উজ্জ্বলতা ও বর্ণ দেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। তাই ত্বকের যত্ন অপরিহার্য। দেহের বিভিন্ন অংশের চামড়া, মুখমন্ডলের বহির্ভাগ, চোখ ও ঠোঁট ইত্যাদি ত্বকের যত্নের মধ্যে পড়ে। ত্বকের যত্নে ব্যবহৃত প্রসাধনীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- ব্লাসার, ফেস পাউডার, ট্যালকম পাউডার, রুজ, কোল্ড ক্রিম, ভ্যানিশিং ক্রিম, স্নো, হেয়ার রিমুভার, লোশান, ক্লিনিং মিল্ক, ইমালশান অয়েল, ডিওডোরেন্ট, ফুট পাউডার, আই স্যাডো, আই লাইনার, মাসকারা, লিপস্টিক, লিপ লোশান ইত্যাদি।

এগুলির মধ্যে কয়েকটি প্রসাধনী তৈরিতে ব্যবহৃত কাঁচামাল, প্রস্তুত পদ্ধতি, গুণাগুণ ও ব্যবহার আলোচনা করা হল।

পাউডার (ট্যালকম পাউডার; বেবী পাউডার)

ব্যবহৃত কাঁচামাল

ট্যালকম পাউডার	**বেবী পাউডার**
ট্যালক ৯৫ ভাগ ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট- ৫ ভাগ পারফিউম- ০.৫ ভাগের বেশি নয়	ম্যাগনেসিয়াম স্টিয়ারেট ৫ ভাগ হালকা ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট ৫ ভাগ ট্যালক ৮৭.৫ ভাগ বরিক এসিড ২.৫ ভাগ

ছক ৭.২-১: পাউডারে ব্যবহৃত কাঁচামালের বর্ণনা

প্রস্তুত পদ্ধতি

ট্যালকম পাউডার এবং বেবী পাউডারের প্রস্তুত পদ্ধতি একই রকম। ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেটের সাথে সামান্য গন্ধদ্রব্য মিশিয়ে কিছুক্ষণের জন্য রেখে দিতে হবে। এরপর ট্যালকের সাথে মিশিয়ে সূক্ষ্ম চালুনি বা পরিষ্কার পাতলা কাপড়ের মধ্যে নিয়ে চাললে পাউডার প্রস্তুত হবে। একে কৌটায় বন্ধ করে ব্যবহার বা বাজারজাত করা যাবে।

গুণাগুণ ও ব্যবহার

আদ্রতা এবং ঘাম রোধের জন্য গোসলের পরে পাউডার ব্যবহার করা হয়। সাধারণত গরমের সময় পাউডার ব্যবহৃত হয়। ট্যালকম পাউডার পিচ্ছিল কারক, দেহের দুই অঙ্গের মধ্যকার ঘর্ষণজনিত প্রদাহ রোধ করে। উন্নতমানের ট্যালকাম পাউডার সাদা, পিচ্ছিল এবং উজ্জ্বল বর্ণের। ট্যালকম পাউডারে ব্যবহৃত জিংক স্টিয়ারেট অথবা ম্যাগনেসিয়াম স্টিয়ারেট পাউডারকে পিচ্ছিল করে এবং এন্টিসেপটিক হিসেবে কাজ করে। পাউডারকে ফাঁপানোর জন্য ব্যবহৃত ক্যালসিয়াম কার্বনেট বা ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট পাউডারের সুগন্ধি ধরে রাখে। ট্যালকম পাউডার বড়দের জন্য ব্যবহৃত হয়।

শিশুদের জন্য ব্যবহৃত হয় বেবী পাউডার। শিশুদের ত্বক অতি কোমল ও অধিক সংবেদনশীল। তাই সাধারণ পাউডার এবং বেবী পাউডারের উপাদানে কিছু তারতম্য হয়। বেবী পাউডারে পাউডারের পানি শোষনক্ষমতা বাড়ায় এবং পাউডারকে অত্যন্ত মসৃণ, পিচ্ছিল এবং এঁটে থাকার গুণসম্পন্ন করে।

ক্রিম (কোল্ড ক্রিম, ভ্যানিশিং ক্রিম, স্নো)

নিচের ৭.২-২ ছকে ক্রীমে ব্যবহৃত কাঁচামাল-এর তালিকা প্রদান করা হল।

কোল্ড ক্রিম		**ভ্যানিশিং ক্রিম**		**স্নো**	
উপাদান(ক)	**পরিমাণ**	**উপাদান(ক)**	**পরিমাণ**	**উপাদান(ক)**	**পরিমাণ**
মিনারাল অয়েল	২ পাইন্ট বা ০.২৫ গ্যালন	স্টিয়ারিক এসিড	২০ ভাগ	সয়াবিন অয়েল	৭.৫ ভাগ
		পটাসিয়াম হাইড্রোক্লোরাইড	১.৪ ভাগ	সিটাইল অ্যালকোহল	২ ভাগ
প্যারাকল	২ আউন্স			আইসো প্রোপাইল লিনোলেট	১ ভাগ
লিনোলিন	১ আউন্স			পলিইথাইলিন গ্লাইকোল	১২.৫ ভাগ
হোয়াইট বি ওয়াক্স	৭ আউন্স			মনোস্টিয়ারেট গ্লিসারিন	৭.৫ ভাগ
উপাদান(খ)	**পরিমাণ**	**উপাদান(খ)**	**পরিমাণ**	**উপাদান(খ)**	**পরিমাণ**
পানি	১ পাইন্ট	গ্লিসারিন	৪ ভাগ	পানি	৬১.৩ ভাগ
বোরাক্স	৫ আউন্স	পানি	৭৪.৬ ভাগ	সোডিয়াম মালরাইল সালফেট	১.২ ভাগ
				গ্লিসারিন	৮ ভাগ

ছক ৭.২-২: বিভিন্ন ক্রীমে ব্যবহৃত কাঁচামালের পরিমাণ

ক্রিম প্রস্তুত পদ্ধতি

কোল্ড ক্রিম, ভ্যানিশিং ক্রিম ও স্নো এর প্রস্তুত পদ্ধতি একই রকম। তিনটি ক্ষেত্রেই 'ক'-এর উপাদান এবং 'খ'-এর উপাদানগুলিকে দুটি পাত্রে আলাদা আলাদাভাবে ৭৫ থেকে ৮৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করতে হবে। এরপর একটি পাত্রে অপর পাত্রের উপাদান ধীরে ধীরে ঢালতে হবে এবং নাড়তে হবে। তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে এলে ০.৫% গন্ধদ্রব্য মিশাতে হবে। এ পর্যায়ে পচন নিবারক হিসেবে ০.০২% প্রপাইল প্যারা হাইড্রোক্সি বেনজোয়েট এবং ০.১৫% মিথাইল প্যারা হাইড্রোক্সি বেনজোয়েট মিশানো হয়।

এরপর একে যান্ত্রিক উপায়ে কৌটা বা টিউবে পুরে ব্যবহার বা বাজারজাত করা হয়।

গুণাগুণ ও ব্যবহার

ত্বকের যত্নের একটি অপরিহার্য প্রসাধনী হলো ক্রিম। ক্রিম সাধারণত দু'প্রকারের হয়ে থাকে। একটি পরিষ্কারক বা মালিশ জাতীয় ক্রিম এবং অপরটি প্রলেপন জাতীয় ক্রিম। বিভিন্ন ধরনের কোল্ড ক্রিম, ভিটামিন ক্রিম এবং হরমোন ক্রিম দ্বিতীয় শ্রেণির ক্রিম। কোনো কোনো ক্রিম আবার দু'ধরনের গুণসম্পন্নই হয়ে থাকে। পরিষ্কারক ক্রিম ত্বকের উপর অত্যন্ত অল্প সময়ের জন্য স্থায়ী হয়। তবে তা ব্যবহারে শারীরিক ও মানসিক তৃপ্তি ঘটে এবং মন সতেজ ও প্রাণবন্ত হয়। কোল্ড ক্রিম, ভিটামিন ক্রিম ইত্যাদি ত্বকের উপর অনেক সময় স্থায়ী হয় এবং ত্বককে নরম ও কোমল রাখে। ভ্যানিশিং ক্রিম ত্বকের উপর শুকনো কিন্তু আঠাল প্রলেপ সৃষ্টি করে। গরমের দিনে এটা

ব্যবহারোপযোগী। এই ক্রিম ত্বকের সূক্ষ্ম ছিদ্রগুলো রক্ষা করে এবং শুকনো অনুভূতি হয়। স্নো একটি প্রলেপন জাতীয় ক্রিম যা ত্বককে নরম ও কোমল রাখে।

সারসংক্ষেপ

- ত্বকের যত্নে ব্যবহৃত প্রসাধনীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ব্লাসার, ফেস-পাউডার, ট্যালকম পাউডার, রুজ, কোল্ড ক্রিম, ভ্যানিশিং ক্রিম, স্নো, হেয়ার রিমুভার, লোশান ইত্যাদি।
- ক্রিম সাধারণত দুই প্রকার। একটি পরিষ্কারক ও মালিশ জাতীয় ক্রিম, অন্যটি প্রলেপন জাতীয় ক্রিম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. কোনটি ত্বকের যত্নে ব্যবহৃত হয় না?

ক. ব্লাসার; খ. ট্যালকম পাউডার;
গ. ইমালশান অয়েল; ঘ. কলপ;

২. ক্রিম সাধারণত কয় প্রকার?

ক. ২ প্রকার; খ. ৪ প্রকার;
গ. ৫ প্রকার; ঘ. ৬ প্রকার;

৩. কোন উপাদানটি বেবী পাউডারে থাকে?

ক. সয়াবিন অয়েল; খ. গ্লিসারিন;
গ. ম্যাগনেশিয়াম স্টিয়ারেট; ঘ. পটাশিয়াম হাইড্রোক্লোরাইড;

পাঠ ৭.৩

চুলের যত্ন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- চুলের যত্নের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারবেন;
- চুলের যত্নে ব্যবহৃত প্রসাধনী সামগ্রীর উল্লেখ করতে পারবেন;
- হেয়ার টনিক এবং তেল তৈরির উপাদান ও প্রস্তুত প্রণালী বর্ণনা করতে পারবেন;
- চুলের বিভিন্ন প্রসাধনীর ব্যবহার লিখতে পারবেন।

চুলকে মাথার আচ্ছাদন বা পর্দা বলা যায়। মানব শরীরের জন্য চুলের গুরুত্বকে খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। কারণ চুল মাথাকে অতিরিক্ত উত্তাপ ও শীত থেকে রক্ষা করে, ধুলা বালির হাত থেকে রক্ষা করে, সর্বোপরি দেহের সৌন্দর্য বহুগুণে বৃদ্ধি করে। পাশাপাশি চুল যদি অপরিষ্কার থাকে তাহলে মাথার খুলিতে খুশকি, খোস-পাঁচড়া, ঘা এবং বিভিন্ন ধরনের চর্মরোগ হতে পারে যা শরীরের জন্য ক্ষতিকর। তাই আমাদের নিয়মিত চুলের যত্ন নেওয়া আবশ্যক।

চুলের যত্নের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন পদার্থে চুলের উপর একটি পাতলা প্রলেপ পড়ে, সেজন্য এগুলিকে চুলের প্রসাধনী বলে। চুলের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রসাধনী সামগ্রী হল- বিভিন্ন ধরনের কেশ তেল, হেয়ার টনিক, হেয়ার লোশান, সাবান, শ্যাম্পু, পমেড, স্প্রে, হেয়ার কন্ডিশনার, বিভিন্ন হেয়ার ডাই বা কলপ এবং প্রাকৃতিক কিছু উপাদান যেমন- মেহেদী, পিঁয়াজের রস, মসুর ডালের বেসন ইত্যাদি। তবে এসব বিভিন্ন প্রসাধনীর মধ্যে আমরা সাধারণত ব্যবহার করি বিভিন্ন ধরনের হেয়ার টনিক এবং তেল। হেয়ার টনিককে বলা চলে বিশেষ ধরনের সুগন্ধি কেশ তেল।

নিম্নে ছক ৭.৩-১ এ হেয়ার টনিক এবং তেলের উপাদান ও পরিমাণের তালিকা দেওয়া হল।

১নং		২নং	
উপাদান	**পরিমাণ**	**উপাদান**	**পরিমাণ**
বিটা নেপথল	১ আউন্স	ডাই গ্লাইকোল লরেট	৫০ সি.সি
ক্যাস্টর অয়েল	১০ আউন্স	ক্যান্থারাইডিন	১ গ্রাম
এ্যালকোহল	১ গ্যালন	গ্লিসারিন	১৫০ গ্রাম

গন্ধদ্রব্য এবং রঞ্জক	পরিমাণ মত	এ্যালকোহল	৮০০ সি.সি
		গন্ধদ্রব্য ও রঞ্জক	প্রয়োজন মত

ছক ৭.৩-১ : হেয়ার টনিক ও বিভিন্ন উপাদান

হেয়ার টনিক ও তেলের জন্য উত্তম গন্ধদ্রব্য হিসেবে গোলাপ গন্ধ বা জেসমিন গন্ধ ব্যবহার করা হয়।

প্রস্তুত পদ্ধতি

গন্ধদ্রব্য ও রঞ্জক ছাড়া অন্যান্য সব উপাদানগুলি একটি পাত্রে নিয়ে প্রথমে উত্তমরূপে মিশ্রিত করতে হবে। তারপর এই মিশ্রণের সাথে গন্ধদ্রব্য এবং রঞ্জক পদার্থ দিয়ে পুনরায় ভালোভাবে মিশাতে হবে। এতে বিভিন্ন সুগন্ধি বিশিষ্ট হেয়ার টনিক তৈরি হবে।

গুণাগুন ও ব্যবহার

তেল ও হেয়ার টনিক চুলে ব্যবহারের ফলে চুলের স্বাস্থ্য ভালো থাকে। কারণ এসব প্রসাধনী চুলের পুষ্টি হিসেবে কাজ করে। তেলের ব্যবহারে চুলের ঔজ্জ্বল্য ও চাকচিক্য বৃদ্ধি পায় এবং মসৃণ হয়। প্রসাধনীর ব্যবহারে চুলের খসখসে ও রুক্ষভাব দূর হয়, চুলের গোড়া সজীব হয়, এর ফলে চুল পড়া অনেকটা কমে যায়।

এছাড়া অন্যান্য প্রসাধনী যেমন রেজিন ভিত্তিক স্প্রে, পমেড, এ্যালকোহল ভিত্তিক লোশান সমূহ এবং হেয়ার কন্ডিশনার চুলের ক্ষয়রোধ করে। চুল পাকা বন্ধ করে, খুশকি দূর করে। হেয়ার ওয়েভ প্রিপারেশন নামক রাসায়নিক পদার্থ চুলকে কোকড়া করার জন্য আবার কোকড়ানো চুলকে সোজা করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এছাড়া চুলের স্বাভাবিক রং ফিরিয়ে আনার জন্য এবং চুলকে রঙিন করার জন্য বিভিন্ন হেয়ার ডাই বা কলপ ব্যবহৃত হয়।

সারসংক্ষেপ

- বিভিন্ন প্রকার কেশতেল, হেয়ার টনিক, হেয়ার লোশান, সাবান, শ্যাম্পু, পমেড, হেয়ার কন্ডিশনার, বিভিন্ন হেয়ার ডাই বা কলপ চুলের যত্নে ব্যবহৃত হয়।
- মেহেদী, পিয়াজের রস, মসুর ডালের বেসন ইত্যাদি প্রাকৃতিক উপাদানও চুলের যত্নে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. চুলের যত্নের প্রাকৃতিক উপাদন নয় কোনটি?
   ক. মেহেদী　　খ. পমেড
   গ. পিয়াজের রস　　ঘ. মসুর ডাল

২. চুল রং করতে ব্যবহৃত হয় কোনটি?
   ক. কলপ;　　খ. সুগন্ধী তেল;
   গ. অ্যালকোহল;　　ঘ. ক্রিম।

পাঠ ৭.৪

মুখের যত্ন

উদ্দেশ্য
এ পাঠ শেষে আপনি-

- মুখের যত্নের গুরুত্ব উল্লেখ করতে পারবেন;
- মুখের যত্নের জন্য ব্যবহৃত প্রসাধনী সামগ্রী সম্বন্ধে বর্ণনা দিতে পারবেন;
- টুথপেস্ট তৈরির বিভিন্ন উপাদান চিহ্নিত করতে পারবেন এবং পেস্টের প্রস্তুত পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন;
- টুথ পাউডার কি? তা বলতে পারবেন;
- টুথপেস্ট ও টুথ পাউডারের গুণাগুণ ও ব্যবহার উল্লেখ করতে পারবেন।

মুখের যত্ন বলতে মুখের অভ্যন্তরীণ যত্নকে বুঝানো হয়েছে। মুখ একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ; মুখের অভ্যন্তরে দাঁত, জিভ ইত্যাদি প্রতিটি অঙ্গেরই নির্দিষ্ট কাজ ও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। মূলত আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করি তার প্রাথমিক পরিপাক শুরু হয় মুখে। তাই মুখ এবং দাঁতের যত্ন নেওয়া আবশ্যক। খাবার গ্রহণের পর জিভ ও দাঁতের সাহায্যে সেগুলোকে ছোট ছোট খন্ডে পরিণত করে খাদ্যনালীতে পাঠিয়ে দেওয়ার পরও কিছু কিছু অংশ মুখের ভেতর থেকে যায়। এসব খাদ্যকণা দীর্ঘক্ষণ মুখের ভিতর থাকলে পচে যায়। ফলে মুখে দুর্গন্ধ হয়, দাঁতের বিভিন্ন অসুখ দেখা দেয়, দাঁতের মাড়ি ফুলে যায়, ক্ষত সৃষ্টি হয়, অকালে দাঁত পড়ে যায়। তাছাড়া মুখ পরিষ্কার না থাকলে খাবারের সাথে ময়লা পেটে যায় এবং নানা প্রকার পেটের পীড়া দেখা দেয়। তাই আমাদের নিয়মিত মুখ ও দাঁতের যত্ন নেওয়া উচিত।

সাধারণত মুখ ও দাঁতের যত্নের জন্য আমরা বিভিন্ন প্রকার টুথ পাউডার, মাজন, টুথপেস্ট এবং মাউথ ওয়াশ ব্যবহার করি। এসবই প্রসাধনী সামগ্রীর অন্তর্ভুক্ত।

এবার আমরা টুথ পাউডার ও টুথপেস্ট তৈরির জন্য ব্যবহৃত উপাদান, প্রস্তুত পদ্ধতি, গুণাগুণ ও ব্যবহার সম্বন্ধে জানব।

টুথপেস্ট

টুথপেস্ট তৈরির জন্য ব্যবহৃত উপাদানগুলির উপাদানের পরিমাণের তালিকা নিচে দেওয়া হল।

উপাদান	পরিমাণ
ট্রাই এবং ডাই ক্যালসিয়াম ফসফেট	১০.২ ভাগ
চক পাউডার	৩০.০ ভাগ
গ্লিসারিন	১৫.০ ভাগ
গাম ট্রাগাকান্থ মিউসিলেজ	৫.৫ ভাগ
সোডিয়াম লরেল সালফেট	২.০ ভাগ
তরল প্যারাফিন বি.পি	১.০ ভাগ
পেপারমিন্ট অয়েল	১.০ ভাগ
সোডিয়াম স্যাকারিন	০.১ ভাগ
সোডিয়াম বেনজিনেট	০.১ ভাগ
মেনথল	০.১ ভাগ
পাতিত পানি	৩৫.০ ভাগ

ছক ৭.৪-১ : টুথপেস্ট তৈরিতে ব্যবহৃত উপাদান ও পরিমাণের তালিকা

প্রস্তুত পদ্ধতি

একটি পাত্রে ১ ঃ ৪ অনুপাতে গ্লিসারিন ও পানি মিশ্রিত করে উত্তপ্ত করা হয়। মিশ্রণটি ফুটে উঠলে তাপ দেওয়া বন্ধ করা হয় এবং এর মধ্যে অল্প অল্প করে গাম ট্রাগাকান্থ মিশিয়ে নাড়া হয়। এরপর মিশ্রণটি ২৪ ঘণ্টা ঠান্ডা করে মসৃণ কাপড়ে ছেলে নেওয়া হয়। অপর একটি পাত্রে চক পাউডার এবং ডাই ক্যালসিয়াম ফসফেটকে উত্তমরূপে মিশিয়ে আলাদা করে রাখা হয়।

স্যাকারিন, পানি, গ্লিসারিন মিউসিলেজ মিশ্রণকে ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করে এর সাথে চক পাউডার ও ক্যালসিয়াম ফসফেটের মিশ্রণকে ঢেলে নাড়তে হয় এবং তাপ প্রয়োগ অব্যাহত রাখা হয়। মিশ্রণটি সমসত্ব হলে এতে ধীরে ধীরে পানি মিশাতে হয় এবং ঠান্ডা করা হয়। এ পর্যায়ে মেনথল এবং পেপারমিন্ট অয়েল মিশানো হয় এবং পর্যাপ্ত ঠান্ডা হওয়ার জন্য ঘন ঘন নাড়তে হয়। দুইদিন এভাবে রেখে দিলে টুথপেস্ট তৈরি হয়।

টুথ পাউডার

টুথ পাউডার তৈরির জন্য যেসব উপাদান ব্যবহার করা হয় সেগুলির পরিমাণ নিম্নরূপ :

উপাদান	পরিমাণ
কাঠ কয়লা বা চক পাউডার	৭৪ ভাগ
সোডিয়াম বাই কার্বনেট	২ ভাগ
ট্রাই ক্যালসিয়াম ফসফেট	১৫ ভাগ
সাদা পাউডার ক্যাসটাইন	৬.৫ ভাগ
সোপ	০.৩ ভাগ
স্যাকারিন	২.২ ভাগ
গন্ধ দ্রব্য;	
মেনথল	৬.০ ভাগ
থাইমল	৬.০ ভাগ
কর্পূর	১৯ ভাগ

ছক ৭.৪-২ : টুথ পাউডার তৈরিতে ব্যবহৃত উপাদান ও পরিমাণ

প্রস্তুত পদ্ধতি

প্রধান উপাদান কাঠ কয়লাকে গুড়া করে অথবা চক পাউডারকে মিহি পাউডারে পরিণত করার পর পাতলা কাপড়ের মধ্য দিয়ে ভালোভাবে ছেলে নিতে হবে। এবার একটি পাত্রে প্রধান উপাদান কয়লার গুড়া অথবা চক পাউডারের সাথে অন্যান্য উপাদানগুলো মিশিয়ে একটি চামচ বা কাঠি দিয়ে উত্তমরূপে নাড়তে হবে। সবশেষে গন্ধদ্রব্য মিশাতে হবে। কর্পূর অ্যালকোহলে দ্রবীভূত করে কয়লার গুড়ার সাথে মিশাতে হবে। একইভাবে ট্যানিক এসিড, ইউক্যালিপ্টাস অয়েল, মেনথল অয়েল মিশাতে হবে। এই মিশ্রণে ফিটকিরি মেশাতে হলে ফিটকিরিকে উত্তপ্ত করে নিতে হবে।

টুথপেস্ট ও টুথ পাউডারের গুণাগুণ ও ব্যবহার

টুথপেস্ট ও টুথ পাউডার আমাদের নিত্য ব্যবহার্য প্রসাধনী। প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে, শুতে যাবার আগে এবং খাবার পর নরম ব্রাশ অথবা হাতের আঙ্গুলে পরিমাণমত টুথপেস্ট অথবা পাউডার লাগিয়ে দাঁত মেজে মুখ ধুতে হবে। এতে দাঁত, মাড়ি এবং মুখ দুর্গন্ধ ও জীবাণুমুক্ত থাকবে। স্বাস্থ ও মন সুস্থ্য থাকবে। টুথ পাউডার রঙের ভিত্তিতে দু'রকম হয়ে থাকে। কাঠ কয়লা দিয়ে তৈরি পাউডার কালো রংয়ের হয় এবং চক পাউডার দিয়ে তৈরি পাউডার সাদা রংয়ের হয়। তৈরির সময় ব্যবহৃত গ্লিসারিন পাউডার বা পেস্টকে মিষ্টি স্বাদযুক্ত এবং এঁটেল করে। এছাড়া বিভিন্ন গন্ধদ্রব্য মিশিয়ে টুথ পাউডার ও টুথ পেস্টকে বিভিন্ন স্বাদযুক্ত করা হয়। মেনথল, থাইমল এবং কর্পূর ৬ ঃ ৬ ঃ ১৯ অনুপাতে মিশিয়ে উত্তম গন্ধদ্রব্য তৈরি করা যায় যা পাউডারে ব্যবহৃত হয়।

সারসংক্ষেপ

- মুখ ও দাঁতের যত্নের জন্য টুথ পাউডার, মাজন, টুথপেস্ট, মাউথ ওয়াশ ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।
- টুথপেস্ট ও টুথ পাউডার তৈরির বিশেষ উপাদান হচ্ছে- চক পাউডার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. টুথ পাউডারে কোন উপাদানটি সবচেয়ে বেশি পরিমাণে ব্যবহৃত হয়?

ক. চক পাউডার; খ. সোপ;
গ. স্যাকারিন; ঘ. গন্ধদ্রব্য;

২. টুথ পাউডারের রং কালো হয় কেন?

ক. চক পাউডারের জন্য খ. কয়লার গুঁড়ার জন্য;
গ. স্যাকারিনের জন্য ঘ. সোডিয়াম বাই-কার্বোনেটের জন্য।

পাঠ ৭.৫

এন্টিসেপটিক সামগ্রী

উদ্দেশ্য
এ পাঠ শেষে আপনি-

- এন্টিসেপটিক সামগ্রীর প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- স্যাভলন-এর ব্যবহারবিধি বলতে পারবেন;
- ডেটলের উপাদান ও ব্যবহার চিহ্নিত করতে পারবেন;
- জীবাণুনাশক হিসেবে ফিটকিরির কার্যকারিতা বর্ণনা করতে পারবেন।

এন্টিসেপটিক এর শাব্দিক অর্থ হল-পচন নিবারক। পচন নিবারণ করতে যেসব সামগ্রী ব্যবহার করা হয় তাকে এন্টিসেপটিক সামগ্রী বলে। আমরা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন জীবাণুর সংস্পর্শে আসি। জীবাণু প্রতিরোধক ক্ষমতা কম থাকলে এর দ্বারা আক্রান্ত হই এবং আক্রান্ত স্থানে কখনও কখনও পচন দেখা দেয়। সময়মত এন্টিসেপটিক ব্যবহারের ফলে পচন রোধ করা যায়। সজীব কোষ কলার উপর জীবাণুর জন্ম ও বৃদ্ধি রোধক পদার্থের নাম এন্টিসেপটিক সামগ্রী। এটি রাসায়নিক পদার্থ থেকে তৈরি। এন্টিসেপটিক সামগ্রী জীবাণুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মত শক্তিশালী করে তৈরি করা হয় এবং দেহ কোষের জন্য সহনীয়, স্নিগ্ধ ও নমনীয় হতে হয়।

প্রয়োজনীয়তা

সংক্রমনরোধ : এটি ত্বক ও ঝিল্লির উপর প্রয়োগ করলে জীবাণুর সংক্রমণ রোধ করে।

চিকিৎসা কাজে : সার্জনরা অপারেশনের আগে তাদের হাত, যন্ত্রপাতি এবং রোগীর ত্বক পরিষ্কারের কাজে এটি ব্যবহার করেন। মারাত্মক ক্ষত যাতে না হয় সেজন্য এন্টিসেপটিক স্প্রে ব্যবহার করা হয়।

প্রাথমিক চিকিৎসায় : কোথাও কেটে গেলে, ছিঁড়ে গেলে বা থেঁতলে গেলে এটি প্রাথমিক চিকিৎসা বা First Aid হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ক্ষতে সংক্রমণ রোধ : মারাত্মক ক্ষতস্থানে যাতে সংক্রমন না ঘটে সেজন্য এন্টিসেপটিক ব্যবহার করা হয়।

বাজারে বিভিন্ন ধরনের এন্টিসেপটিক পাওয়া যায়। এর মধ্যে রয়েছে ক্রিম, মাউথওয়াস, অয়েন্টমেন্ট, পাউডার, তরল স্প্রে। তাছাড়া শ্যাম্পু, সাবান ইত্যাদির মধ্যেও ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন এন্টিসেপটিক পদার্থ। এদের মধ্যে বহুল ব্যবহৃত কয়েকটি এন্টিসেপটিক হল স্যাভলন, ডেটল, ফিটকিরি, এম এন্ড বি এন্টিসেপটিক ক্রিম, ওরাল মাউথওয়াশ ইত্যাদি।

নিম্নে স্যাভলন, ডেটল ও ফিটকিরি সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচনা করা হল।

স্যাভলন

এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত একটি এন্টিসেপটিক সামগ্রী। জীবাণু প্রতিরোধ করা এর কাজ। স্যাভলন রাসায়নিক পদার্থ থেকে তৈরি। এর প্রধান উপাদান হল- ক্লোরোহেক্সিডিন গ্লুকোনেট ও সেন্ট্রিমাইড।

দুই ধরনের স্যাভলন বাজারে পাওয়া যায়, যথা-তরল স্যাভলন ও স্যাভলন ক্রিম। কাটা, ছেঁড়া বা পোকামাকড়ের কামড়ের স্থানে স্যাভলন ক্রিম হালকাভাবে মালিশ করলে বা কোনো ক্ষতস্থানে এর প্রলেপ লাগিয়ে দিলে তাড়াতাড়ি উপশম হয় এবং সংক্রমণরোধ হয়। ক্ষত ভালো না হওয়া পর্যন্ত দিনকয়েক এভাবে ব্যবহার করতে হয়। তরল স্যাভলনের ব্যবহার অত্যন্ত ব্যাপক। এর সাথে পানি মিশিয়ে তুলা বা নরম কাপড় দিয়ে কাটা, ছেঁড়া স্থানে লাগাতে হয়। এছাড়া গোসল, গৃহস্থালি, ধোয়া-মোছার কাজে, প্রসূতি ও রোগীর ব্যবহৃত কাপড়-চোপড়,

বিছানাপত্র, বাসন-কোসন, ঘরের মেঝে, গোসলখানা, ছোট শিশুর ব্যবহার্য কাপড়-চোপড় ইত্যাদি জীবাণুমুক্ত ও পরিষ্কার রাখতে পানির সাথে স্যাভলন মিশিয়ে ব্যবহার করা হয়।

ডেটল

ডেটল স্যাভলনের অনুরূপ একটি এন্টিসেপটিক সামগ্রী। তবে এটি স্যাভলনের তুলনায় বেশি তীব্র। ডেটল রাসায়নিক পদার্থে তৈরি একটি প্রতিরোধক যা সজীব কোষ-কলার উপর জীবাণুর জন্ম ও বৃদ্ধি রোধ করে।

ডেটলের প্রধান উপাদান ক্লোরো অক্সাইনল এবং আইসো অ্যালকোহল। ডেটল সাধারণত তরল অবস্থায় পাওয়া যায়। স্যাভলনের ন্যায় ডেটল পানির সাথে মিশিয়ে কাটা, ছেঁড়া, পোকায় আক্রান্ত স্থানে তুলার সাহায্যে লাগালে জীবাণু সংক্রমণ রোধ হয়। এছাড়া পরিচ্ছন্নতার কাজে যেমন- গোসলের সময়, ধোয়া-মোছার কাজে, প্রসূতি, শিশু ও রোগীর ব্যবহৃত পোশাক ও অন্যান্য কাপড়, বিছানাপত্র, ঘরের মেঝে, বাথরুম ইত্যাদি পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত রাখতে ডেটল ব্যবহার করা হয়। স্যাভলন ও ডেটল পানির সাথে না মিশিয়ে ব্যবহার করা উচিৎ নয়। বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হয়।

ফিটকিরি

প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের দেশে এন্টিসেপটিক হিসেবে ফিটকিরির ব্যবহার প্রচলিত। ফিটকিরি অ্যালুমিনিয়াম সালফেট, পটাশিয়াম সালফার ও ২৪ অণু পানির যৌগ। এটি সাধারণত কঠিন অবস্থায় বাজারে প্রচলিত। বিভিন্ন কাজে ফিটকিরি ব্যবহার করা হয়। যেমন-

- এটি জীবাণুনাশক হিসেবে ব্যবহৃত হয়;
- কোথাও কেটে গেলে, ছিঁড়ে গেলে সেখানে পানিতে ভিজানো ফিটকিরি ঘষে দেওয়া হয়;
- ফিটকিরি কঠিন অবস্থায় থাকে বলে প্রথমে পানিতে ভিজিয়ে নিতে হয় অথবা পানিতে দ্রবীভূত করে তা ক্ষতস্থানে লাগানো হয়।
- খাবার পানি বিশুদ্ধ বা জীবাণুমুক্ত করার জন্য এর সাথে পরিমাণমত ফিটকিরি ব্যবহারের ঘণ্টাখানেক আগে দিয়ে রাখা হয়। ফিটকিরি গলে গেলে পানি ছেঁকে নেয়া হয়।
- অনেকে দাড়ি কাটার পর এন্টিসেপটিক হিসেবে ফিটকিরি ব্যবহার করেন; এটি আফটার সেভ লোশান হিসেবে কাজ করে।
- ফিটকিরি রক্তক্ষরণও বন্ধ করে।

সারসংক্ষেপ

- এন্টিসেপটিক সামগ্রী জীবাণুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মত শক্তিশালী করে তৈরি করা হয় এবং দেহ কোষের জন্য সহনীয়, স্নিগ্ধ ও নমনীয় হতে হয়।
- বাজারে বিভিন্ন ধরনের এন্টিসেপটিক পাওয়া যায়। এর মধ্যে রয়েছে ক্রিম, মাউথওয়াশ, অয়েন্টমেন্ট, পাউডার, তরল স্প্রে ইত্যাদি।
- আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এন্টিসেপটিক হিসেবে বেশি ব্যবহৃত হয়- স্যাভলন, ডেটল ও ফিটকিরি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. ডেটলের প্রধান উপাদান কোনটি?
ক. ক্লোর অক্সাইনন খ. অ্যালকোহল
গ. পানি ঘ. সোডিয়াম ক্লোরাইড;

২. জীবাণুনাশক হিসেবে কোনটি ব্যবহৃত হয় না?
ক. স্যাভলন; খ. ডেটল;
গ. ফিটকিরি; ঘ. গ্লিসারিন;

৩. ফিটকিরি কোন অবস্থায় বাজারে পাওয়া যায়?
ক. কঠিন অবস্থায় খ. তরল অবস্থায়
গ. বায়বীয় অবস্থায় ঘ. স্প্রে অবস্থায়

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. উন্নতমানের ট্যালকম পাউডারের বৈশিষ্ট্য কি?
২. এন্টিসেপটিক কি?
৩. ত্বকের যত্নের জন্য ব্যবহৃত প্রসাধনীগুলোর নাম লিখুন।
৪. প্রসাধনীর প্রয়োজনীয়তা কি?
৫. টুথপোউডার কত প্রকার ও কি কি?
৬. টুথপেস্ট ও টুথ পাউডারের মধ্যে পার্থক্য কি?
৭. ক্রিমের গুণাগুণ ও ব্যবহার লিখুন।
৮. চুলের যত্নে কি কি প্রসাধনী ব্যবহৃত হয়?
৯. হেয়ার টনিক ও তেলের ব্যবহার লিখুন।
১০. পাউডারে পারফিউম ব্যবহারের প্রয়োজন কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. প্রসাধনী কি? প্রসাধনী কত প্রকার ও কি কি?
২. প্রসাধনী ব্যবহারের সুবিধা আলোচনা করুন। অতিরিক্ত প্রসাধনী ব্যবহারের কুফল বর্ণনা করুন।
৩. ত্বকের যত্নের প্রয়োজনীয়তা কি? কিভাবে ত্বকের যত্ন নেয়া হয়? ত্বকের যত্নে ব্যবহৃত প্রসাধনীগুলোর নাম লিখুন।
৪. ট্যালকম পাউডার তৈরির মূল উপাদনগুলি কি? ত্বকের যত্নে পাউডারের ব্যবহার ও গুণাগুণ আলোচনা করুন।
৫. কোল্ড ক্রিম কি? উপাদনসহ কোল্ড ক্রিম তৈরির একটি পদ্ধতি বর্ণনা করুন।
৬. চুলের যত্নের প্রয়োজনীয়তা কি? চুলের যত্নে কি কি প্রসাধনী ব্যবহৃত হয়?
৭. টুথপেস্ট কি? উপাদানসহ টুথপেস্ট তৈরির একটি পদ্ধতি বর্ণনা করুন।
৮. মুখের যত্ন কেন নিতে হয়? মুখের যত্নে টুথপেস্ট ও টুথ পাউডারের ব্যবহার ও গুণাগুণ বর্ণনা করুন।
৯. এন্টিসেপটিক সামগ্রী কি? এর প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করুন।
১০. স্যাভলন ও ডেটল সম্বন্ধে যা জানেন- লিখুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১:	১.ঘ	২.খ	৩. ক	৪. ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২:	১.খ	২.ক	৩. গ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩:	১.খ	২.ক		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪:	১.ক	২.খ		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫:	১.ক	২.ঘ	৩. ক	